ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩০১০
আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

**বিবেকনগরে রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ তম বর্ষপূতি উদযাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী**
**রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে**

মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। এই আদর্শকে পাথেয় করে রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। মানবসেবার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা নিয়েও রামকৃষ্ণ মিশন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আজ বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন ১২৫ বছর ধরে রামকৃষ্ণ মিশন সুশৃংখল ভাবে তাদের কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। এটা সহজ বিষয় নয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও মাতা সারদাদেবীর আশীবাদেই এটা সম্ভব হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুস্থ সমাজ ও যুবসমাজকে দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারাকে পাথেয় করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কারণ বর্তমান সময়েও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে পাথেয় করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরু বানানোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর দেশাত্মবোধক চিন্তা ভাবনা আমাদেরও কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় আমাদের রাজ্যের একটি গর্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ছাত্রদের অভিভাবকগণও এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে গর্ববোধ করে থাকেন। রাজ্যের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও পরম্পরা বৈচিত্রময়। রামকৃষ্ণ মিশন এই রাজ্যের এই বৈচিত্রময় কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও পরম্পরার ধারক ও বাহক হয়ে কাজ করছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কাজের ধারাকে আমাদেরও পাথেয় করে চলতে হবে। তবেই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হবে।

অনুষ্ঠানে বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শুভকারানন্দজী মহারাজ বলেন, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে স্বামী বিবেকানন্দ মানব সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১২৫ বছর ধরে এই মিশনে সুচারু ভাবে মানবসেবায় কাজ করছে। রামকৃষ্ণ মিশন সবসময়ই আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনেও তার ব্যতিক্রম হবে না। তিনি বলেন, ২০২২ সালে ১ মে থেকে রামকৃষ্ণ মিশনে ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে বছরব্যাপী নানা সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুভীরানন্দজী মহারাজ এবং ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এস সি দাস। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত আই টি আই'র দুজন ছাত্রকে বিশেষ কৃতিত্বে জন্য পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারস্বরূপ তাদের হাতে শংসাপত্র ও উপহার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ও অন্যান্য অতিথিগণ।

*****